উদ্ভাবনী উদ্যোগ: খাদ্যশস্য সংগ্রহের বস্তায় স্পষ্ট ডিজিটাল স্টেনসিল প্রদান

০১। উদ্যোগের শিরোনাম:

খাদ্যশস্য সংগ্রহের বস্তায় স্পষ্ট ডিজিটাল স্টেনসিল প্রদান।

০২। সেবাটি বর্তমানে কিভাবে দেয়া হয়:

বোরো বা আমন সংগ্রহ মৌসুমের শুরুতে সংগ্রহ কার্যক্রমে ব্যবহার্য পরিমাণ খালি বস্তায় এলএসডির ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা গুদামে নিয়োজিত শ্রমিকদের দিয়ে 'সংগ্রহ মৌসুম ও এলএসডির নাম' সম্বলিত স্টেনসিল ছাপ প্রদান করেন। এলএসডির নাম সম্বলিত নির্দিষ্ট সংখ্যক খালি বস্তা চুক্তিবদ্ধ মিল মালিক তার মিলে নিয়ে যান এবং মিলের নাম, ঠিকানা সম্বলিত স্টেনসিল ছাপ প্রদান করে বস্তাভর্তি চাল এলএসডিতে সরবরাহ করেন।

বিদ্যমান প্রসেস ম্যাপ:

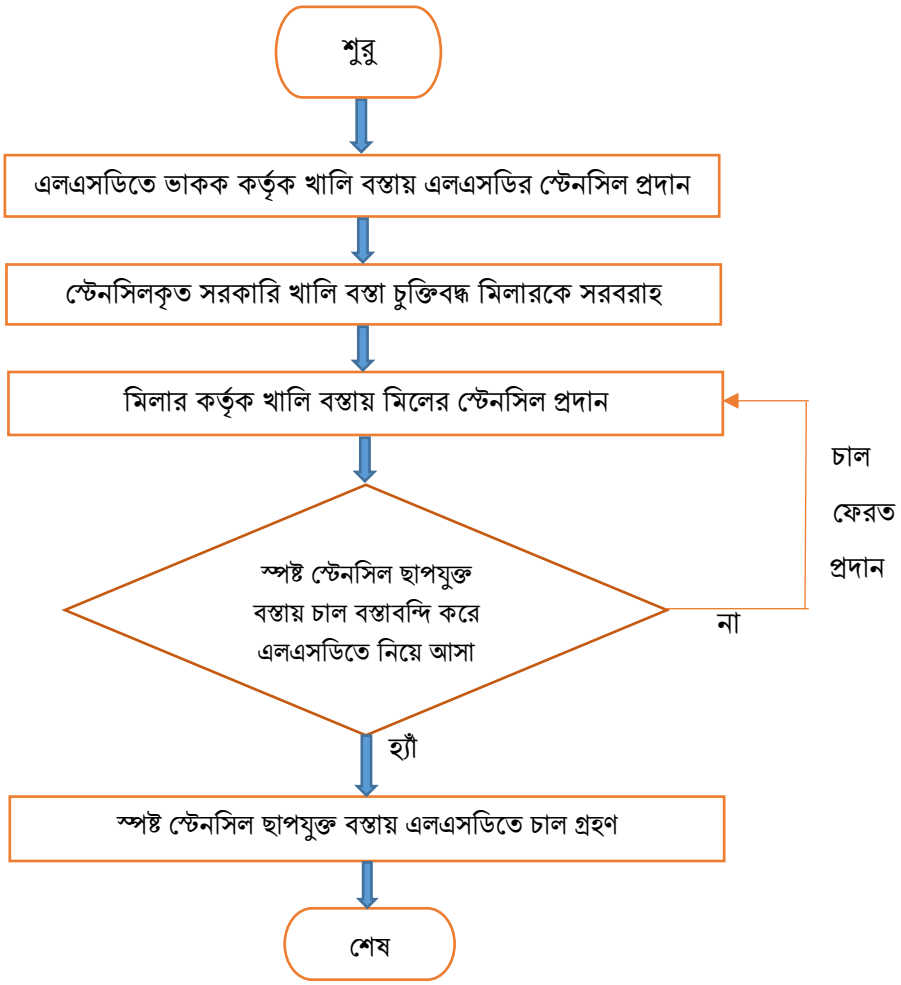

০৩। বিদ্যমান পদ্ধতিতে সমস্যাসমূহ:

ক. টিনের মধ্যে অক্ষর লিখে স্টেনসিল বানানো হয় বিধায় বস্তায় প্রদত্ত স্টেনসিল স্পষ্ট হয়না।

খ. স্টেনসিলের রং লেপ্টে যায়/ দীর্ঘস্থায়ী হয়না।

গ. প্রায়শঃ বস্তার স্টেনসিল দেখে চাল সরবরাহকারী মিলার, এলএসডির নাম ও সংগ্রহ মৌসুম সনাক্ত করা যায় না।

ঘ. এলএসডির ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও মিলারকে একই বস্তায় আলাদাভাবে স্টেনসিল প্রদান করতে হয় অর্থাৎ একই প্রকৃতির কাজ দুইবার করা হয়, ফলে সময় বেশি লাগে।

০৪। সমস্যা সমাধানে আইডিয়ার বিবরণ:

কাঠের ফ্রেমে কম্পিউটারে তৈরি স্ক্রিন প্রিন্ট পেপারে মিলের নাম, ঠিকানা, সংগ্রহ মৌসুম, এলএসডির নাম, জেলা, উৎপাদনের সময় লিখে ডিজিটাল স্টেনসিল তৈরি করা হয়। স্ক্রিন প্রিন্টের ভিতরের বর্ডারের পরিমাপ: ১৬ ইঞ্চি × ১৪ ইঞ্চি।

মূল অক্ষর ও সংখ্যার আকার ১.২৫ ইঞ্চি - ১.৫ ইঞ্চি। পানির মধ্যে সবুজ পাউডার রং ও লিকুইড সাদা গাম মিশিয়ে রংয়ের মিশ্রণ তৈরি করা হয়। একটি টেবিলে খালিবস্তা রেখে তার উপর (খাদ্য অধিদপ্তরের লোগে সম্বলিত বস্তার অপরপিঠ) স্ক্রিন প্রিন্টের ডিজিটাল স্টেনসিল ফ্রেমটি রাখা হয়। স্ক্রিন প্রিন্টের উপর প্রস্তুতকৃত রংয়ের মিশ্রণ ঢেলে রাবার লাগানো কাঠের হ্যান্ডেল দ্বারা ঘষা দিয়ে স্টেনসিল ছাপ প্রদান করা হয়। স্টেনসিল দ্রুত শুকিয়ে যায় এবং স্পষ্ট হয়। মিলার নিজ খরচে তার মিলের জন্য ডিজিটাল স্টেনসিল তৈরি করেন এবং নিজের মিলে এলএসডি হতে সরবরাহকৃত সরকারি বস্তায় মিল ও এলএসডির ডিজিটাল স্টেনসিল ছাপ (স্ক্রিন প্রিন্ট) প্রদান করেন।

নতুন প্রসেস ম্যাপ:

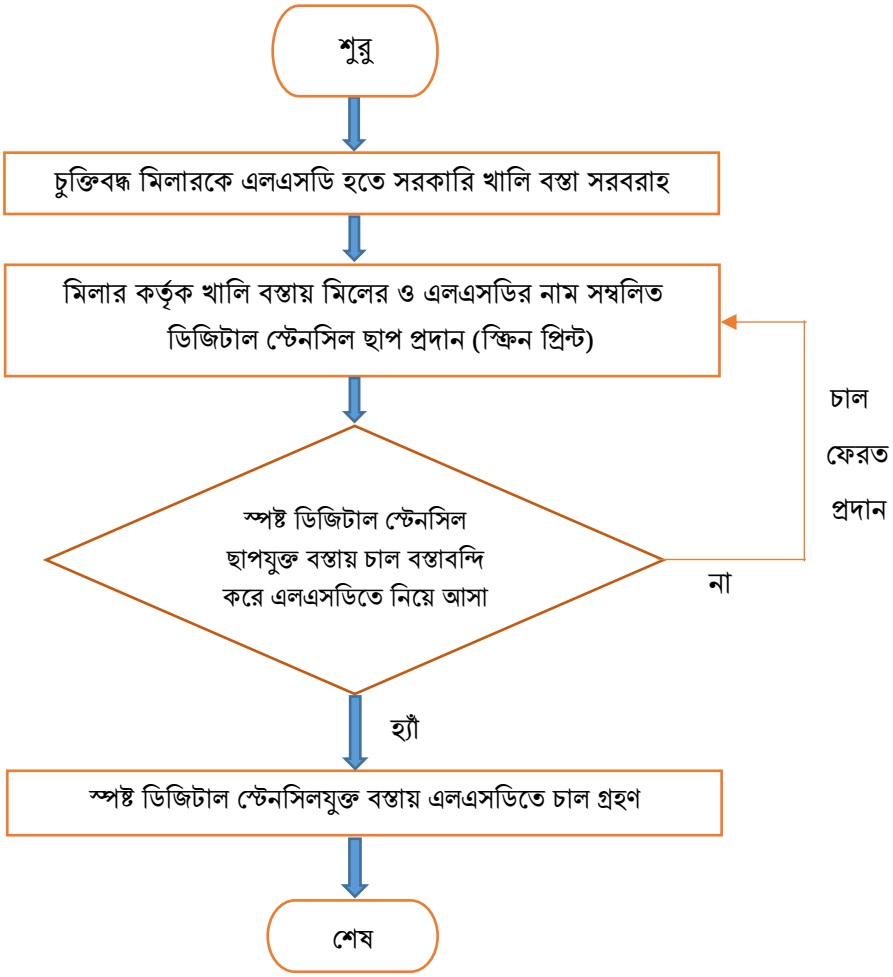

০৫। পাইলটিং এলাকা ও সময়:

ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর উপজেলার সকল মিল এবং আশুগঞ্জ উপজেলাধীন ১১টি অটোমেটিক রাইস মিল।

সময়: আমন/১৯-২০ সংগ্রহ মৌসুম।

০৬। ফলাফল (TCV++):

	সময়	খরচ	যাতায়াত
আইডিয়া বাস্তবায়নের আগে	৫-৬ ঘন্টা (এলএসডিতে ও মিলে প্রায় ১০০০ পিস বস্তায় স্টেনসিল প্রদান)।	৫০০-৬০০ টাকা	১-২ বার
আইডিয়া বাস্তবায়নের পরে	২-৩ ঘন্টা	৫০০-৬০০ টাকা	১-২ বার

আইডিয়া বাস্তবায়নের ফলে সেবা গ্রহিতার প্রত্যাশিত বেনিফিট	২-৩ ঘন্টা	একই	একই
অন্যান্য (TCV কমেনি, কিন্তু গুণগত মান বৃদ্ধি কিংবা অন্যান্য সুবিধা বেড়েছে অর্থাৎ অনেক উদ্যোগ এর সুফল টিসিভি দিয়ে বুঝানো যাবে না অথবা টিসিভিতে পরিবর্তন ছাড়াও অন্যান্য দৃশ্যমান সুবিধা থাকতে পারে। এসব কিছুর বিবরণ এখানে লিখতে হবে)	১) চাল সংগ্রহের বস্তায় স্পষ্ট ডিজিটাল স্টেনসিল থাকে। ২) স্টেনসিলের রং দীর্ঘস্থায়ী হয়। ৩) বস্তার স্টেনসিল দেখে সহজেই চাল সরবরাহকারী মিলার, এলএসডির নাম, সংগ্রহ মৌসুম, উৎপাদনের সময় সনাক্ত করা যায়। ৪) সরকারি খাদ্যশস্য সংগ্রহ কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা (Good Governance) বৃদ্ধি পায়।		

০৭। উদ্যোগ বাস্তবায়ন সংক্রান্ত ব্যাকগ্রাউন্ড ওয়ার্ক:

ক) ডিজিটাল স্টেনসিল ফ্রেম তৈরি ও ছাপ প্রদান:

কাঠের ফ্রেমে কম্পিউটারে তৈরি স্ক্রিন প্রিন্ট পেপার লাগিয়ে ডিজিটাল স্টেনসিল তৈরি করা হয়। স্ক্রিন প্রিন্টের ভিতরের বর্ডারের পরিমাপ: ১৬ ইঞ্চি × ১৪ ইঞ্চি। মূল অক্ষর ও সংখ্যার আকার ১.২৫ ইঞ্চি - ১.৫ ইঞ্চি। একটি টেবিলে খালিবস্তা রেখে তার উপর (খাদ্য অধিদপ্তরের লোগে সম্বলিত বস্তার অপরপিঠ) স্ক্রিন প্রিন্টের ডিজিটাল স্টেনসিল ফ্রেমটি রাখা হয়। স্ক্রিন প্রিন্টের উপর প্রস্তুতকৃত রংয়ের মিশ্রণ ঢেলে রাবার লাগানো কাঠের হ্যান্ডেল দ্বারা ঘষা দিয়ে স্টেনসিল ছাপ প্রদান করা হয়।

খ) টেকসই রংয়ের মিশ্রণ তৈরির প্রক্রিয়া:

০৫ লিটার পানির সাথে ৩০ গ্রাম সবুজ রংয়ের পাউডার (মিনা রং) এবং ১৫০ মি.লি. সাদা গাম মিশিয়ে ৬০০-৭০০ পিস খালি বস্তায় স্টেনসিল প্রদানের জন্য রংয়ের মিশ্রণ তৈরি করা হয়। মিশ্রিত রং ০৩-০৪ দিন পর্যন্ত ব্যবহার করা যায়।

গ) স্টেনসিলের খরচ (১০০০ পিস বস্তা):

ক্র.নং	আইটেমের নাম	খরচের পরিমাণ (টাকা)
১	স্ক্রিন প্রিন্টসহ ডিজিটাল স্টেনসিল ফ্রেম	৬০০/-
২	রং (৫০ গ্রাম)	৫০/-
৩	গাম (২৫০ গ্রাম)	১০০/-
৪	পানি	-
মোট		৭৫০/-

প্রতি পিস বস্তায় স্টেনসিল প্রদানের জন্য গড়ে রংয়ের খরচ- ৩০ পয়সা।

ঘ) স্টেনসিল কে, কোথায় প্রয়োগ করবে:

চালের বরাদ্দপ্রাপ্ত রাইস মিলার তার মিলে সরকারি বস্তায় স্টেনসিল প্রয়োগ করবে।

ঙ) গুদাম হতে সরবরাহকৃত সরকারি বস্তায় মিলারের চাল জমাদান নিশ্চিতকরণ:

খাদ্য অধিদপ্তরের সরবরাহকৃত বস্তায় বস্তা উৎপাদনকারী জুট মিলের নাম/কোড নম্বর লিখা থাকে। চুক্তিবদ্ধ রাইস মিলারকে গুদাম হতে বস্তা সরবরাহের সময় বস্তা উৎপাদনকারী জুট মিলের নাম/কোড নম্বর খামাল কার্ড/রেজিস্টারে লিখে রাখা হয়। মিলার চাল জমাদানের সময় বস্তার গায়ে উৎপাদনকারী জুট মিলের নাম/কোড নম্বর ক্রসচেক করে গুদাম হতে সরবরাহকৃত সরকারি বস্তায় চাল জমাদানের বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়।

০৮। উদ্যোগ বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় রিসোর্সের পরিমাণ:

চাল সরবরাহের জন্য চুক্তিবদ্ধ রাইস মিলার নিজ খরচে ডিজিটাল স্ক্রিন প্রিন্ট তৈরি করে তার মিলে স্টেনসিল ছাপ প্রদান করেন। সরকারি অর্থের কোন সংশ্লেষ নেই।

০৯। উদ্যোগ বাস্তবায়নে বিদ্যমান নীতিমালা/ আইন/ সার্কুলারে পরিবর্তন:

খাদ্যশস্য সংগ্রহের বস্তায় স্টেনসীর প্রদানের ক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ খাদ্যশস্য সংগ্রহ নীতিমালা, ২০১৭ এর ১৩(গ) অনুচ্ছেদে বলা আছে "খালি বস্তার একপিঠে এলএসডি/সিএসডি ও জেলার নামসহ সংগ্রহ মৌসুম (বোরো/আমন) স্পষ্টভাবে লেখা স্টেনসিল দিয়ে মিলারকে বস্তা সরবরাহ করতে হবে। মিল থেকে সরাসরি গৃহীত চাল এবং ধান ছাঁটাইয়ের প্রাপ্ত ফলিত চাল, উভয় ক্ষেত্রে মিলার বস্তার অপরপিঠে নিচের দিকে মিলের নাম সম্বলিত স্টেনসিলের সুস্পষ্ট ছাপ (অক্ষর এবং সংখ্যার আকার কমপক্ষে দুই ইঞ্চি) প্রদান করবেন। স্টেনসিলের ছাপবিহীন খাদ্যশস্য ভর্তি বস্তা কোন গুদামে গ্রহণ করা যাবে না।"

নীতিমালায় পরিবর্তন প্রয়োজন *(অভ্যন্তরীণ খাদ্যশস্য সংগ্রহ নীতিমালা, ২০১৭ এর ১৩(গ) অনুচ্ছেদ):*

*"মিল থেকে সরাসরি গৃহীত চাল এবং ধান ছাঁটাইয়ের প্রাপ্ত ফলিত চাল, **উভয় ক্ষেত্রে মিলার খাদ্য অধিদপ্তরের লোগো সম্বলিত** বস্তার অপরপিঠে মিলের নাম, উপজেলা, সংগ্রহ মৌসুম (বোরো/আমন), এলএসডি/সিএসডি, জেলার নাম ও **উৎপাদনের সময় সম্বলিত স্ক্রিন প্রিন্টের তৈরি ডিজিটাল** স্টেনসিলের সুস্পষ্ট ছাপ (মূল অক্ষর এবং সংখ্যার আকার কমপক্ষে ১.২৫-১.৫ ইঞ্চি) প্রদান করবেন। **ডিজিটাল** স্টেনসিলের সুস্পষ্ট ছাপবিহীন খাদ্যশস্য ভর্তি কোন বস্তা গুদামে গ্রহণ করা যাবে না।"*

১০। উদ্যোগটির বাস্তবায়নকারী টিম:

টিম লিডার	সদস্য-১	সদস্য-২	সদস্য-৩
সুবীর নাথ চৌধুরী জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক ব্রাহ্মণবাড়িয়া।	মোঃ আবু কাউছার সংরক্ষণ ও চলাচল কর্মকর্তা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর এলএসডি, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।	মোঃ মইনুল ইসলাম ভূঞা উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, আশুগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।	মোঃ শাহাদাৎ হোসেন ভূইয়া খাদ্য পরিদর্শক ও ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, আশুগঞ্জ এলএসডি, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।

১১. Details of the Owner:

নাম	পদবী	কর্মস্থল	মোবাইল নম্বর	ই-মেইল
সুবীর নাথ চৌধুরী	জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক	জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া	০১৭২৩-৭৭৯১৪৮	subir31st@gmail.com

১২. মেন্টরের তথ্য:

নাম	পদবী	অফিস	মোবাইল	ই-মেইল
মোঃ মাহবুবুর রহমান	আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক	আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়, খুলনা (প্রাক্তন আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, চট্টগ্রাম)	০১৭১৫-৭৭২৯৪৮	rcfctg@gmail.com

(সুবীর নাথ চৌধুরী)
জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক
ব্রাহ্মণবাড়িয়া।
ফোন: ০৮৫১-৫৮২৩২

স্টেনসিলের নমুনা

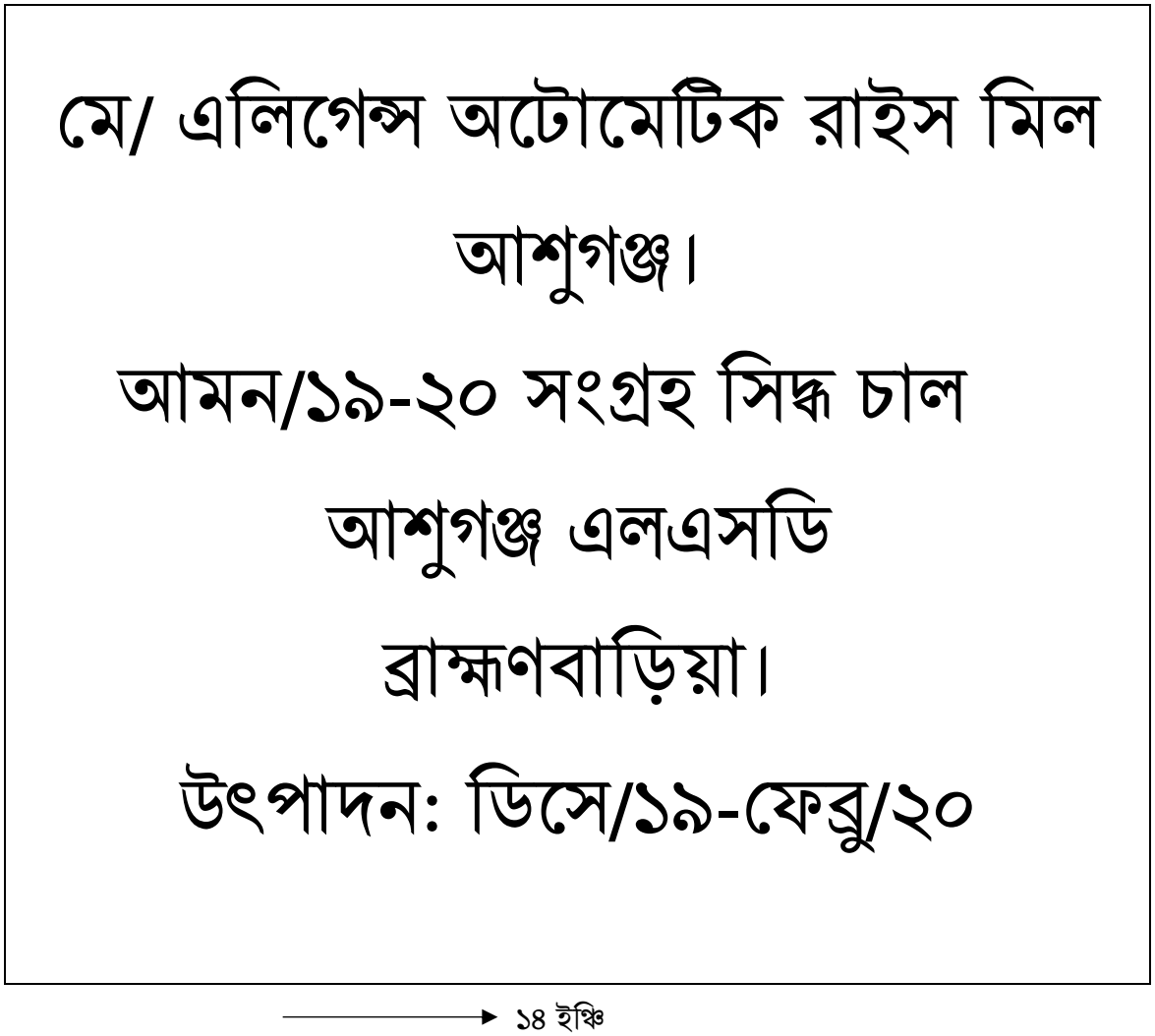

প্রাপ্তি স্থান:

কাঠের ফ্রেমে সংযুক্ত স্ক্রিনপ্রিন্ট ডিজিটাল স্টেনসিল+সবুজ পাউডার রং+লিকুইড সাদা গাম:

মেসার্স শরীফ কেমিক্যাল, প্রোপ্রাইটর: মোঃ বাচ্চু মিয়া

২৭, গোলক পাল লেন (মালিটোলা), ঢাকা-১১০০।

মোবাইল নম্বর: ০১৭১১-০০৩৬১৯, ০১৯১৯-০০৩৬১৯

স্টেনসিলের নমুনা

স্ক্রিন প্রিন্টের তৈরি ডিজিটাল স্টেনসিল ফ্রেম এবং রাবার লাগানো কাঠের হ্যান্ডল

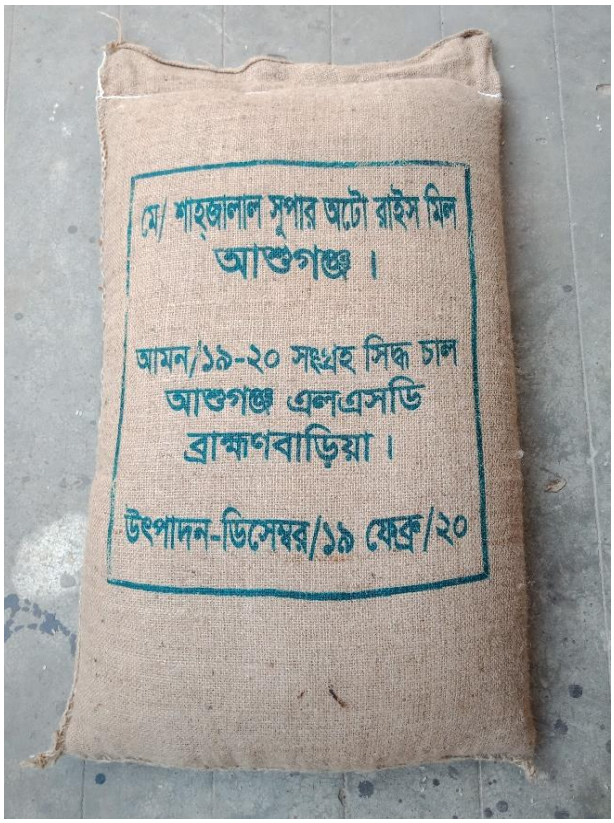

ডিজিটাল স্টেনসিলযুক্ত চালভর্তি বস্তা